এম. ডি. মান্নান ওরফে আব্দুল মান্নান

বনাম

বিহার রাজ্য

(২০১১ সালের ৩০৮ নং রিভিউ পিটিশন (ফৌজদারি))

(২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৭৯)

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

[এন. ভি. রমনা এবং মোহন এম. শান্তনগৌদার, এবং ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় দ *ণ্ডবিধি কার্যবিধি, ১৯৭৩: ধারা ২৩৫(২) – সাজা সংক্রান্ত শুনানি – মৃত্যুদণ্ড – দণ্ডিত ব্যক্তির অধিকার – রায়: দণ্ডিত ব্যক্তিকে উপশমকারী পরিস্থিতিগুলি উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে, যাতে সাজা হ্রাস করার সম্ভাবনা থাকে এবং দোষপ্রমাণকারী ও উপশমকারী পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় – বর্তমান মামলায়, আবেদনকারী দক্ষ আইন সহায়তা পাননি – বিচারিক আদালতও মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি অনুসন্ধান করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি – কোনো হলফনামাও আহ্বান করা হয়নি – উপশমকারী পরিস্থিতি ছিল কি না, এই প্রশ্নটি বিচারিক আদালত বা আপিল আদালত কেউই বিবেচনা করেনি – যদিও ধারা ২৩৫(২) অনুসারে সাজা সংক্রান্ত শুনানি ৩১.০৫.২০০৭ তারিখে নির্ধারিত ছিল, অর্থাৎ ২৯.০৫.২০০৭ তারিখে রায় ও দোষারোপ ঘোষণার দুই দিন পর, শুনানিটি পূর্বে এগিয়ে এনে ২৯.০৫.২০০৭ তারিখেই অনুষ্ঠিত হয়, যখন আবেদনকারীকে কারাগার থেকে আদালতে আনা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় – বিচারিক আদালত কর্তৃক এত স্বল্প নোটিশে ধারা ২৩৫(২) অনুসারে শুনানি এগিয়ে আরেকজন ফলে, কার্যত কোনো নোটিশ না দিয়ে, আবেদনকারীকে একটি কার্যকর শুনানির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে – শুনানি।*

পুনর্বিচার: আট বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণ ও হত্যা – ধারা ৩৭৬ ও ৩০২-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান – বিচারিক আদালত ও হাইকোর্টের একযোগে সিদ্ধান্ত – এ বিষয়ে দায়েরকৃত বিশেষ অনুমতি আবেদন খারিজ – পুনর্বিবেচনার আবেদনও খারিজ – 'মোহাম্মদ আরিফ' মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের আলোকে দ্বিতীয় পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের – রায়: প্রায় আট বছর আগে দায়েরকৃত পুনর্বিবেচনার আবেদন ২৪.০৮.২০১১ তারিখে চলাচলের ভিত্তিতে খারিজ করা হয় – তার পরও, প্রায় তিন বছর ধরে

বছরের পর বছর ধরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি-মুক্ত আদালতে পুনর্বিবেচনা পুনরায় চালু এবং শুনানি করার জন্য 'এ' তাত্ক্ষণিক আবেদনটিও চার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন রয়েছে-মোহাম্মদ আরিফ মামলার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারী পর্যালোচনার জন্য আবেদন করার অধিকারী যা প্রচলন দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল, পুনরায় খোলা হয়েছিল এবং খোলা আদালতে শুনানি হয়েছিল।

সাজা/দণ্ড নির্ধারণ: মৃত্যুদণ্ড – মৃত্যুদণ্ড রহিত করার প্রার্থনা – আট বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ – ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৬ ও ৩০২ অনুযায়ী দোষসিদ্ধি এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান – বিচারিক আদালত ও হাইকোর্টের একযোগে সিদ্ধান্ত – এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিশেষ অনুমতি আবেদন খারিজ – পরবর্তীতে পুনর্বিবেচনার আবেদন – পুনর্বিবেচনা সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ড রহিত করার প্রশ্নে – রায়: মৃত্যুদণ্ড কেবলমাত্র "অত্যন্ত বিরল থেকে বিরলতম" পরিস্থিতিতে প্রদান করা যায়, যেখানে বিশেষ কারণ লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক (দণ্ডবিধি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ৩৫৪(৩) অনুসারে) – কোনো অপরাধ এই বিরলতম শ্রেণিতে পড়ে কি না, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অপরাধের নিষ্ঠুরতা বা নৃশংসতা একমাত্র মানদণ্ড নয় – আদালতকে অপরাধীর মানসিক অবস্থা, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি ইত্যাদিও বিবেচনা করতে হবে – সুতরাং, মৃত্যুদণ্ডের মতো চূড়ান্ত শাস্তি প্রদান করার আগে আদালতের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে, তা অপরিহার্য; না হলে অপরাধী সমাজের জন্য হুমকি হয়ে থাকবে – আদালতকে আরও নিশ্চিত হতে হবে যে, অপরাধীর সংশোধন বা পুনর্বাসনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই মামলায়, একজন আট বছরের নিরীহ কন্যাশিশু আবেদনকারীর কামনা ও লালসার শিকার হয়েছে – দোষসিদ্ধি হয়েছে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ এবং তদন্তকালীন পুলিশকে দেওয়া আদালতের বাইরের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে – জানা যায়নি যে, ভুক্তভোগীকে হত্যার কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল কি না – সন্দেহ নেই যে, অপরাধটি ঘৃণ্য, কিন্তু তা "অত্যন্ত বিরল থেকে বিরলতম" অপরাধের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে – আবেদনকারী বহু বছর ধরে কার্যত একাকী আটক অবস্থায় ছিল – চিকিৎসা প্রমাণে দেখা গেছে, আবেদনকারী মানসিকভাবে সুস্থ ছিল না – মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় তার মানসিক স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপশমকারী বিষয়, যা এই মামলায় বিবেচনা করা উচিত – অতএব, এই ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা উপযুক্ত নয় – আবেদনকারীর উপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে আজীবন কারাদণ্ডে রূপান্তর করা হলো, যা সে প্রাকৃতিক মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভোগ করবে, কোনো ক্ষমা বা মুক্তির সুযোগ ছাড়াই। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাপনা – শুনানি – দণ্ডবিধি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৩৫৪(৩) – ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩৭৬ ও ৩০২।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: s.২৩৫ (২)-এর অধীনে কার্যকর শুনানির জন্য, এই পরামর্শ দেওয়া উচিত যে আদালত অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে চায়, যাতে অভিযুক্তরা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়, আদালতের সামনে প্রশমনকারী পরিস্থিতি স্থাপন করে-পেনাল কোড, ১৮৬০-ধারা৩৭৬ এবং ৩০২-শুনানি।

ফৌজদারি বিচারের প্রশাসনঃ দোষীকে আইনি সহায়তা-অনুষ্ঠিতঃ সাজার প্রশ্নের শুনানির পর্যায় সহ প্রতিটি পর্যায়ে দোষীকে প্রদত্ত আইনি সহায়তা কার্যকর হতে হবে এবং অভিযুক্ত নীরব থাকলেও, আদালত বাধ্য এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বের করতে বাধ্য থাকবে-ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩।

কারাগারঃ এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, কারাগারে বিদ্যমান কঠিন পরিস্থিতির কারণে, যেমন জোরপূর্বক নির্জনতা, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, জীবিকা হারানো ইত্যাদির কারণে, বন্দীরা প্রায়শই কারাগারে ভর্তির পরে মানসিক অসুস্থতার বিকাশ ঘটায় প্রাসঙ্গিক কারাগার বিধিমালাও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে মানসিক অসুস্থতার ঘটনাকে স্বীকৃতি দেয় এবং বলে যে এই ধরনের ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করা হবে, সরকারের আদেশের মুলতুবি-ফৌজদারি বিচারের প্রশাসন।

আরিফ বনাম সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার (২০১৪) ৯ এস. সি. সি ৭৩৭: [২০১৪] ১১ এস. সি. আর ১০০৯; বচন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৮০) ২ এস. সি. সি ৬৮৪; রাজেশ কুমার বনাম রাজ্য (এন. সি. টি দিল্লি সরকারের মাধ্যমে) (২০১১) ১৩ এস. সি. সি ৭০৬; সান্তা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৭৬) ৪ এস. সি. সি ১৯০: [১৯৭৭] ১ এস. সি. আর ২২৯; ডাগডু এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৭৭) ৩ এস. সি. সি ৬৮: [১৯৭৭] ৩ এস. সি. আর ৬৩৬; মাছি সিং এবং অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৮৩) ৩ এস. সি. সি ৪৭০: [১৯৮৩] ৩ এস. সি. আর ৪১৩; সন্তোষ কুমার সতীশভূষণ বারিয়ার ওয়াই. মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০৯): ৪৯৮ এস. সি. সি ২০০৯: [২০০৯] এবং অজয় বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১২) [২০১২] ১০ এস. সি. আর. ৭০; মহিন্দর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (২০১৩) ৩ এস. সি. সি. ২৯৪: [২০১৩] ৩ এস. সি. আর. ৯০; পঞ্চি ও অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৮) ৭ এস. সি. সি. ১৭৭: [১৯৯৮] ১ সাপ্লি. এস. সি. আর. ৪০; মুকেশ ও অন্য বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) এবং অন্যান্য (২০১৭) ৩ এস. সি. সি. ৭১৭; হারু ঘোষ বনাম ডব্লিউ. বি. রাজ্য (২০০৯) ১৫ এস. সি. সি. ৫৫১: [২০০৯] (১৩) এস. সি. আর. ৮৪৭;

লেহনা বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০০২) ৩ এস. সি. সি. ৭৬: [২০০২] ১ এস. সি. সি. ৩৭৭; শত্রুঘ্ন চৌহান ও আনর বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্যরা (২০১৪) ৩ এস. সি. সি. ১:: [২০১৪] ১ এস. সি. আর. ৬০৯; সুনীল বাত্রা বনাম দিল্লি প্রশাসন ও অন্যান্যরা (১৯৭৮) ৪ এস. সি. সি. ৪৯৪: [১৯৭৯] ১ এস. সি. আর. ৩৯২; বিরজু বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্য (২০১৪) ৩ এস. সি. সি. ৪২১: [২০১৪] ১ এস. সি. আর. ১০৪৭; রমেশ ও অন্যান্যরা বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০১১) ৩ এস. সি. সি. ৬৮৫: [২০১১] ৪ এস. সি. আর. ৫৮৫; রাম দেও প্রসাদ বনাম বিকর রাজ্য (২০১৩) ৭ এস. সি. সি. ৭২৫: [২০১৩] ৬ এস. সি. আর. সুশীল শর্মা বনাম এন. সি. সি. শর্মা (২০১৩) ৪ এস. সি. সি. ৪২১: [২০১৪] ১ এস. সি. সি. আর. ১০৪৭; রমেশ ও অন্যান্যরা বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০১১) ৩ এস. সি কর্ণাটক রাজ্য (২০০৮) ১৩ এস. সি. সি. ৭৬৭: [২০০৮] ১১ এস. সি. আর. ৯৩; সেবাস্টিয়ান ওরফে চেভিথিয়ান ওয়াই. কেরালা রাজ্য (২০১০) ১ এস. সি. সি. ৫৮: নবনীত কৌর বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) এবং আরেকটি (২০১৪) ৭ এস. সি. সি. ২৬৪; মোল্লা এবং আরেকজন বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১০) ৩ এস. সি. সি ৫০৮: [২০১০] ২ এস. সি. আর ৬৩৩-নির্ভরশীল।

মামলার প্রসঙ্গ

[২০১৪] ১১ এসসিআর ১০০৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
(১৯৮০) ২ এসসিসি ৬৮৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
(২০১১) ১৩ এসসিসি ৭০৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[১৯৭৭] ১ এসসিআর ২২৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
[১৯৭৭] ৩ এসসিআর ৬৩৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[১৯৮৩] ৩ এসসিআর ৪১৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৩
[২০০৯] ৯ এসসিআর ৯০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪
[২০১২] ১০ এসসিআর ৭০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
[২০১৩] ৩ এসসিআর ৯০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৬
[১৯৯৮] ১ সম্পুরক এসসিআর ৪০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৭
(২০১৭) ৩ এসসিসি ৭১৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৮
[২০০৯] ১৩ এসসিআর ৮৪৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৯
[২০০২] ১ এসসিআর ৩৭৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩১
[২০১৪] ১ এসসিআর ৬০৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৪

[১৯৭৯] ১ এসসিআর ৩৯২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৫
[২০১৪] ১ এসসিআর ১০৪৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৭
[২০১১] ৪ এসসিআর ৫৮৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫৭
[২০১৩] ৬ এসসিআর ১০৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫৮
[২০১৩] ১৬ এসসিআর ৬১৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬০
[২০০৮] ১১ এসসিআর ৯৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬২
(২০১০) ১ এসসিসি ৫৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬৩
(২০১৪) ৭ এসসিসি ২৬৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭৩
(২০১০) ২ এসসিআর ৬৩৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮৮

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৯ সালের ৩৭৯ নং ফৌজদারি আপিলের ২০১১ সালের ৩০৮ নং রিভিউ পিটিশন (ফৌজদারি)।

২০০৯ সালের ৩৭৯ নং ফৌজদারি আপিলে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ২০.০৪.২০১১ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

সুশ্রী নিত্য রামকৃষ্ণন, শাদান ফরাসত, যশ এস বিজয়, নিনি সুসান থমাস, সাদুজমান, সুশ্রী শ্রুতি নারায়ণ, সুশ্রী জাহ্নাভি সিন্ধু, আবেদনকারীর জন্য আইনজীবীরা।

দেবাশীষ ভারুকা, রবি ভারুকা, মিসেস সর্বশ্রী, জাস্টিন জর্জ, আদিত্য সিঙ্গালা, মনু রাজবংশী, এম শোয়েব আলম, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের নিম্নলিখিত আদেশটি পাস করা হয়েছিলঃ

আদেশ

১। এই আবেদনটি ২০১১ সালের রিভিউ পিটিশন (সিআরএল) (নং ৩০৮) পুনরায় চালু করার জন্য এবং রিভিউ আবেদনকারীর দায়ের করা ২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল (নং ৩৭৯) খারিজ করে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত রায় ও আদেশের পর্যালোচনার জন্য এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১,৩৬৬এ, ৩৭৬ এবং ৩০২ ধারার অধীনে তার দোষী সাব্যস্তকরণ নিশ্চিত করার জন্য এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার অধীনে তার উপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার জন্য।

২। মনে হয় যে আবেদনকারী, একজন রাজমিস্ত্রি, মৃত ভুক্তভোগীর দাদার বাড়িতে নিযুক্ত ছিলেন। ২৮.৯.২০০৪ এ প্রায়

রাত ২টায় আবেদনকারী হনুমান চক থেকে ভুক্তভোগীকে তাঁর জন্য পান আরেকজন জন্য টাকা দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবেদনকারীও হনুমান চক গিয়েছিলেন, তাঁর সাইকেলে করে আট বছরের মেয়েটিকে তুলে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চলে গিয়েছিলেন। ভুক্তভোগী এবং আবেদনকারীকে সাক্ষীরা একসঙ্গে দেখেছিলেন।

৩. ভুক্তভোগী বাড়ি ফিরে আসেনি, যার পরে তীব্র অনুসন্ধান করা হয়েছিল। ভুক্তভোগীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জানা গেছে যে ভুক্তভোগীকে শেষবার আবেদনকারীর সাথে দেখা হয়েছিল।

৪। বাহেরা পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, যার অধীনে আবেদনকারীর গ্রাম পড়ে যায়, তাকে জানানো হয়েছিল যে ভুক্তভোগী নিখোঁজ। তদন্তের মাধ্যমে আবেদনকারী, যাকে আগে সেই ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল যার সাথে ভুক্তভোগীকে শেষবার দেখা গিয়েছিল, সাইকেলে চড়ে, সাক্ষীদের উপস্থিতিতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছিলেন যে তিনি ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ ও হত্যা করেছেন। স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতিতে আবেদনকারী স্বাক্ষর করেছিলেন।

৫. আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি যে জায়গায় নির্যাতিতাকে ধর্ষণ ও হত্যা করেছিলেন সেই জায়গাটি প্রকাশ করেছেন। এটি রাষ্ট্রপক্ষের মামলা, যে আবেদনকারীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা গ্রামের ইজার হাট বাঁধে গিয়েছিলেন, যেখানে আবেদনকারী যে জায়গাটি দেখিয়েছিলেন সেখান থেকে গম এবং 'অরহর' ক্ষেতের মধ্যে ভুক্তভোগীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল।

৬। মৃতদেহটি ভুক্তভোগীর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যে ডাক্তার ময়নাতদন্ত পরিচালনা করেছিলেন তিনি মতামত দিয়েছিলেন যে ময়নাতদন্তের পরীক্ষার সময় থেকে ৮ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে শ্বাসরোধের ফলে শ্বাসকষ্ট এবং রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যু হয়েছিল। ডাক্তার আরও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে পরীক্ষার পরে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে সংগৃহীত যোনি সোয়াবে "কয়েকটি অক্ষত শুক্রাণু" দেখা গেছে। চিকিৎসা প্রমাণ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে ভুক্তভোগীকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল। তবে প্রসিকিউশন দ্বারা শুক্রাণুর কোনও ডিএনএ বিশ্লেষণ করা হয়নি।

৭। ২০০৪ সালের জিআর নং ৩২৫/২০০৪ মণিগাচি পি. এস. মামলা নং ১৩ থেকে উদ্ভূত সেশন ট্রায়াল নং ২২০/২০০৪-এ প্রদত্ত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট) রেকর্ডের প্রমাণ বিবেচনা করে আবেদনকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬এ, ৩৭৬,৩০২ এবং ২০১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন। একই দিনে দণ্ডের প্রশ্নের উপর আবেদনকারীর শুনানি শেষে, ফাস্ট ট্র্যাক আদালত আবেদনকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ক ধারা, -এর অধীনে অভিযোগের জন্য ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩৭৬ ধারার অধীনে অভিযোগের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ২০১ ধারার অধীনে অভিযোগের জন্য ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩০২ ধারার অধীনে অভিযোগের জন্য মৃত্যুদণ্ড। ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩০২ ধারার অধীনে অভিযোগের জন্য সাজা ব্যতীত সমস্ত সাজা ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩০২ ধারার অধীনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত একযোগে চলতে হবে, যার মাধ্যমে দোষীকে তার মৃত্যু পর্যন্ত গলায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

৮. ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মৃত্যুদণ্ডের নিশ্চয়তার জন্য মামলার কার্যক্রম পাটনা হাইকোর্টের বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হবে। আবেদনকারী তার দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং সাজার বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের ফৌজদারি আপিল (ডিবি) নং ৯৬৩ নামে হাইকোর্টে একটি আপিল দায়ের করেছিলেন।

৯। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০০৭ সালের ফৌজদারি আপিল (ডিবি) নং ৯৬৩ সহ ২০০৭ সালের ডেথ রেফারেন্স নং ৬ হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের রেফারেন্সের শুনানি করেছিল। ডিভিশন বেঞ্চ, রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করার পরে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ৩৬৬এ, ৩৭৬,৩০২ এবং ২০১ ধারায় অভিযোগগুলি সন্দেহাতীতভাবে উত্থাপিত হয়েছে এবং দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আপিল খারিজ হয়ে যায় এবং বিচার আদালত দ্বারা আবেদনকারীকে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হয়।

১০. আবেদনকারী হাইকোর্টের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য এই আদালতে একটি বিশেষ অনুমতি আবেদন দায়ের করেছিলেন। অনুমতি যথাযথভাবে মঞ্জুর করা হয়েছিল।

১১। ২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৭৯ হওয়ার আবেদনটি এই আদালত দ্বারা খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল, ২০.৪.২০১১ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে, যার পর্যালোচনা চাওয়া হয়েছে, এবং মৃত্যুদণ্ড এই পর্যবেক্ষণের সাথে নিশ্চিত করা হয়েছে যে মামলাটি বিরলতম মামলার বিভাগে পড়ে।

১২। আবেদনকারী উক্ত রায় এবং ২০.৪.২০১১ তারিখের আদেশের পর্যালোচনার জন্য একটি পিটিশন দায়ের করেছিলেন। উক্ত পুনর্বিবেচনার আবেদনটি একই দুই বিচারক দ্বারা ২৪.৮.২০১১ -এ প্রচারের মাধ্যমে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল।

১৩। ২০১৪ সালের ডব্লিউ. পি. (সিআরএল.) নং ৭৭ (মহম্মদ আরিফ বনাম সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার)-এ ২.৯.২০১৪ তারিখের একটি রায় ও আদেশের মাধ্যমে, এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, মৃত্যুদণ্ডের মামলাগুলিতে পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি তিন বিচারপতির দ্বারা উন্মুক্ত আদালতে শুনানি করা উচিত

বেঞ্চ, সংবিধান বেঞ্চ বিশেষভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার আবেদন পুনরায় খোলার অনুমতি দেয় যেখানে পুনর্বিবেচনার আবেদনগুলি প্রচলন দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।

১৪. এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, মহম্মদ আরিফ (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করার অধিকারী, যা প্রচলন দ্বারা খারিজ হয়ে গিয়েছিল, পুনরায় খোলা হয় এবং উন্মুক্ত আদালতে শুনানি হয়।

১৫. পুনর্বিবেচনার জন্য এই পিটিশনে আমাদের মামলার গুণাগুণ বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই, কারণ বিচার আদালত, হাইকোর্ট এবং এই আদালতের সমবর্তী ফলাফল রয়েছে। এই পর্যালোচনা শুধুমাত্র এই প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা উচিত কিনা।

১৬। বচন সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য' মামলায় এই আদালত মৃত্যুদণ্ডের বৈধতা বহাল রেখে বলেছিল যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড একটি বিধি এবং মৃত্যুদণ্ড একটি ব্যতিক্রম, যা বিশেষ কারণ নথিভুক্ত করে 'বিরলতম' মামলায় আরোপ করা হবে। বচন সিং (উপরোক্ত)-এ, এই আদালত কার্যকরভাবে বলেছিল যে মৃত্যুদণ্ডের চরম শাস্তি আরোপ করার জন্য বিচক্ষণতা প্রয়োগ করার আগে, উদ্বেগজনক এবং প্রশমিত পরিস্থিতি বিবেচনা করা প্রয়োজন। কিছু প্রশমিতকারী কারণ হল চরম মানসিক বা মানসিক বিশৃঙ্খলা যেখানে অপরাধটি সংঘটিত হতে পারে, অভিযুক্ত সমাজের জন্য ক্রমাগত হুমকি না হওয়ার সম্ভাবনা, অভিযুক্তের সংস্কার ও পুনর্বাসনের সম্ভাবনা, মানসিক ত্রুটি বা বিশৃঙ্খলা অভিযুক্ত ইত্যাদি।

১৭. রাজেশ কুমার বনাম রাজ্য (এনসিটি দিল্লি সরকারের মাধ্যমে) মামলায় এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ

"৮৩। বচন সিং-এর অনুপাতটি আন্তর্জাতিক আইনী সম্প্রদায়ের অনুমোদন পেয়েছে এবং ডেভিড প্যানিক দ্বারা জুডিশিয়াল রিভিউ অফ দ্য ডেথ পেনাল্টিঃ ডাকওয়ার্থ-এ খুব অনুকূলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রজার হুড এবং ক্যারোলিন হোয়েল দ্য ডেথ পেনাল্টি, ৪র্থ সংস্করণ (অক্সফোর্ড) সম্পর্কিত তাদের গ্রন্থে বচ্চন সিং অনুপাতের খুব প্রশংসা করেছেন (পৃষ্ঠা ২৮৫ দেখুন)। এই আদালত দ্বারা বচন সিং-এর মধ্যে যে" বিরলতম বিরলতম "ধারণাটি বিকশিত হয়েছে তা মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান

৮৪। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ ব্যারিস্টার এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডের পরামর্শ অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক ভিত্তিক পদ্ধতিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। [এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ডঃ দ্য মিটিগেটিং এক্সারসাইজ ইন ক্যাপিটাল কেসস ইন ডেথ পেনাল্টি কনফারেন্স (৩-৫ জুন), বার্বাডোসঃ কনফারেন্স পেপারস ও রিকমেন্ডেশনস।] এতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী অনুমান থেকে শুরু করা উচিত। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে "যে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রশমনকারী ফ্যাক্টরের উপস্থিতি এমনকি 'সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষেত্রে' মৃত্যুদণ্ড থেকে ছাড়ের ন্যায্যতা দেয় এবং ফিটজেরাল্ড যুক্তি দেনঃ

'' এই ধরনের বিধিনিষেধমূলক পদ্ধতির সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ হতে পারেঃ সাধারণ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত।' বিরলতম বিরলতম 'ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা উচিত যেখানে অপরাধ বা অপরাধ ব্যতিক্রমী জঘন্যতার এবং ব্যক্তির কোনও উল্লেখযোগ্য প্রশমন নেই এবং এটি সংস্কারের বাইরে বলে মনে করা হয়।''

(দ্য ডেথ পেনাল্টি, রজার হুড এবং হোয়েল, ৪র্থ সংস্করণ, অক্সফোর্ড, পৃ. ২৮৫-এ উদ্ধৃত)

৮৬। এই আপিলগুলির তথ্যের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং উপরে আলোচিত কারণগুলির জন্য, আমরা মনে করি যে আপিলকারীকে 'মৃত্যুদণ্ড' দেওয়া যাবে না কারণ বচন সিং-এর সাংবিধানিক বেঞ্চের উক্তিটি হল যে ১৯৭৩ সালের কোডের ৩৫৪ (৩) ধারায় আইন প্রণয়ন নীতি হল যে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল বিধি এবং মৃত্যুদণ্ড, একটি ব্যতিক্রম, এবং প্রশমনকারী পরিস্থিতি অবশ্যই যথাযথ বিবেচনা করা উচিত। বচন সিং আরও আদেশ দিয়েছেন যে শাস্তির প্রশ্ন বিবেচনা করার সময় আদালতকে অবশ্যই মানব জীবনের মর্যাদার জন্য একটি প্রকৃত এবং স্থায়ী উদ্বেগ দেখাতে হবে যা অবশ্যই আইনের উপকরণের মাধ্যমে জীবন নেওয়ার প্রতিরোধকে উপস্থাপন করতে হবে। "বিরলতম ক্ষেত্রে" এবং "বিশেষ কারণে" ব্যতীত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিকল্প হিসাবে মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা যাবে না।

১৮. রাজেশ কুমারের (উপরোক্ত) মামলায়, অভিযুক্তকে সবচেয়ে বীভৎস পদ্ধতিতে দুই অসহায় শিশুকে লাঞ্ছিত ও হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এই আদালত রায় দিয়েছে যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না, পুনর্ব্যক্ত করে

যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছিল বিধি এবং মৃত্যুদণ্ড একটি ব্যতিক্রম যা কেবল "বিরলতম ক্ষেত্রে" এবং "বিশেষ কারণে" যখন কোনও প্রশমনকারী পরিস্থিতি ছিল না।

১৯. ফৌজদারি কার্যবিধির ২৩৫ ধারা (ফৌজদারি কার্যবিধি) নিম্নরূপঃ-

''২৩৫. খালাস বা দোষী সাব্যস্তকরণের রায়-(১) যুক্তিতর্ক ও আইনের বিষয়গুলি (যদি থাকে) শোনার পর বিচারক এই মামলায় রায় দেবেন।

(২) যদি অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে বিচারক, যদি না তিনি ৩৬০ ধারার বিধান অনুসারে এগিয়ে যান, তবে সাজার প্রশ্নের বিষয়ে অভিযুক্তের কথা শুনবেন এবং তারপরে আইন অনুসারে তাকে সাজা দেবেন।

২০. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩৫ (২) ধারা নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়। শাস্তির প্রশ্নের উপর অভিযুক্তের কথা শোনা এবং তার সাথে মোকাবিলা করা বিজ্ঞ বিচার বিচারকের পক্ষে বাধ্যতামূলক। সান্তা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য '-এ বিচারপতি ভগবতীকে উদ্ধৃত করতে।

''২..... এই বিধানটি স্পষ্ট এবং স্পষ্ট এবং এতে কোনও সন্দেহ নেই। এর জন্য আদালতের অধিবেশনে প্রতিটি বিচারে প্রথমে অভিযুক্তের অপরাধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আদালতকে প্রথমে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত বা খালাস দেওয়ার রায় দিতে হবে। যদি অভিযুক্ত খালাস পান, তাহলে আর কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে আদালতকে "সাজা সম্পর্কে অভিযুক্তের বক্তব্য শুনতে হবে এবং তারপর আইন অনুসারে তাকে শাস্তি দিতে হবে"। যখন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেওয়া হয়, তখন তাকে সাজা সম্পর্কে শুনানির সুযোগ দেওয়া হয় এবং কেবল তার কথা শোনার পরেই আদালত সাজা প্রদান করতে পারে।

৩. ধারা ২৩৫(২) এর এই নতুন বিধানটি শাস্তি এবং সাজা প্রদানের পদ্ধতির আধুনিক প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুরাতন কোডে এমন কোনও বিধান ছিল না। পুরাতন আইন অনুসারে, সাজার ব্যাপারে অভিযুক্ত যা কিছু দাখিল করতে চাইত, তা যুক্তি উপস্থাপন এবং রায় ঘোষণার আগে তাকে বলতে হত। সাজার ব্যাপারে শুনানির জন্য আলাদা কোনও পর্যায় ছিল না।

অভিযুক্তকে এই ধারণার ভিত্তিতে সাজার বিষয়ে উপাদান উপস্থাপন করতে হয়েছিল এবং তার জমা দিতে হয়েছিল যে সে শেষ পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হতে চলেছে। এটি ছিল সবচেয়ে অসন্তোষজনক। তাই আইনসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কেবল তখনই অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হলে সাজার প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য আসা উচিত এবং সেই পর্যায়ে, সাজার বিষয়ে অভিযুক্তকে শোনার সুযোগ দেওয়া উচিত। উপরন্তু, এটি উপলব্ধি করা হয়েছিল যে ফৌজদারি ন্যায়বিচারের প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়-অপরাধের বিচারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ-এবং এটিকে কোনও সহায়ক পদে এমনভাবে পাঠানো উচিত নয় যেন এটি 'খুব বেশি পরিণতির বিষয় নয়। অপরাধীর উপর যথাযথ শাস্তি আরোপ করা আদালতের জন্য কিছুটা উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত এবং তাই সাজা আদালতের গুরুতর মনোযোগ পাওয়া উচিত।

কারণ হল একটি যথাযথ সাজা হল অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধের পরিস্থিতি-বর্ধিতকরণ বা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, অপরাধীর পূর্ববর্তী ফৌজদারি রেকর্ড, যদি থাকে, অপরাধীর বয়স, কর্মসংস্থান সম্পর্কে অপরাধীর রেকর্ড, শিক্ষার প্রসঙ্গে অপরাধীর পটভূমি, পারিবারিক জীবন, যৌনতা এবং সামাজিক সমন্বয়, অপরাধীর মানসিক ও মানসিক অবস্থা, অপরাধীর পুনর্বাসনের সম্ভাবনা, অপরাধীর চিকিত্সা বা প্রশিক্ষণের সম্ভাবনা, শাস্তি অপরাধী বা অন্যদের দ্বারা অপরাধের প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করতে পারে এমন সম্ভাবনা এবং বর্তমান সম্প্রদায়ের প্রয়োজন, যদি থাকে, নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিরোধের জন্য। উপযুক্ত শাস্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আদালতকে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে এবং তাই আইনসভা মনে করে যে, এই উদ্দেশ্যে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে একটি পৃথক পর্যায়ের ব্যবস্থা করা উচিত যখন আদালত সাজার সাথে সম্পর্কিত এই কারণগুলি সম্পর্কে অভিযুক্তদের শুনানি করতে পারে এবং তারপরে অভিযুক্তদের যথাযথ সাজা দিতে পারে।

৪.... বাক্যের প্রশ্নের শুনানি, সমস্ত অর্থ এবং বিষয়বস্তু ছাড়াই উপস্থাপিত হবে এবং এটি একটি নিষ্ক্রিয় আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে, যদি এটি কে কোনও সুযোগ না দিয়ে কেবল মৌখিক জমা শুনানির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে

পক্ষগুলি এবং বিশেষত অভিযুক্তদের কাছে, শাস্তির প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কারণ সম্পর্কিত উপাদান উপস্থাপন করা এবং যদি প্রয়োজন হয়, আদালতের সামনে এই জাতীয় উপাদান রাখার উদ্দেশ্যে প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়া।

২১. সান্তা সিং (উপরোক্ত)-এ, বিচারপতি ভগবতী, মৃত্যুদণ্ডের সাজা বাতিল করে দেন এবং সান্তা সিং (উপরোক্ত)-এ ব্যাখ্যা করা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩৫ (২) ধারার বিধান অনুসারে শাস্তির প্রশ্ন সম্পর্কে আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে যথাযথ সাজা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে মামলাটি দায়রা আদালতে প্রেরণ করেন।

২২. ডাগডু এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য 'মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ সান্তা সিংকে (উপরোক্ত) উল্লেখ করে রায় দেয় যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩৫ (২) ধারার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেনঃ-

৭৯..... আদালত, কোন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার সময়, অবশ্যই সাজার প্রশ্নে তার বক্তব্য নিঃসন্দেহে শুনতে হবে। কিন্তু যদি, কোন কারণে, এটি বাদ পড়ে এবং অভিযুক্ত হাইকোর্টে অভিযোগ দায়ের করে, তাহলে আদালত সাজার প্রশ্নে অভিযুক্তকে শুনানি দিয়ে লঙ্ঘনের প্রতিকার করতে পারবে। সেই সুযোগটি বাস্তব এবং কার্যকর হতে হবে, যার অর্থ হল অভিযুক্তকে সাজার প্রশ্নে তার ইচ্ছামত সমস্ত তথ্য আদালতের সামনে উপস্থাপন করার অনুমতি দিতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তার আইনজীবীকে আদালতে মৌখিকভাবে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে অথবা হলফনামা বা অন্য কোনওভাবে, সাজার প্রশ্নে আদালতের সামনে যা কিছু উপস্থাপন করতে চান তা লিখিতভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। যথাযথ ক্ষেত্রে, আদালত মামলাটি স্থগিত রাখতে পারে যাতে অভিযুক্তকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন এবং সাজার প্রশ্নে তার মতামত উপস্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া যায়। সম্ভবত, এটি অনিবার্যভাবে ঘটবে যেখানে উচ্চতর আদালতে প্রথমবারের মতো দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।"

২৩. মাছি সিং ও অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছে:-

"৩৮. ... (iv) পরিস্থিতির অবনতি এবং প্রশমনের একটি ব্যালেন্স শীট তৈরি করতে হবে এবং তা করার সময়

প্রশমনকারী পরিস্থিতিগুলিকে পূর্ণ গুরুত্ব দিতে হবে এবং বিকল্পটি প্রয়োগ করার আগে ক্রমবর্ধমান এবং প্রশমনকারী পরিস্থিতির মধ্যে একটি ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

২৪. সন্তোষ কুমার সতীশভূষণ বারিয়ার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য', এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছেঃ-

''১৫৭. আনুপাতিকতা মতবাদ, যা আপাতদৃষ্টিতে বিচারিক বিচারক এবং হাইকোর্টও আবেদনকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়, তাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য যুক্তিসঙ্গত যুক্তির বিধান রয়েছে। তবে, অভিযুক্তদের উপর কোনও সাজা আরোপ করার সময় আদালতকে অবশ্যই পুনর্বাসনের মতবাদটিও মনে রাখতে হবে। কোডের ৩৫৪ (৩) ধারা বিবেচনা করে এটি বিশেষত সেই ক্ষেত্রে যেখানে আদালত হাতে থাকা মামলাটি বিরলতম মামলার মধ্যে পড়ে কিনা তা নির্ধারণ করে।

১৫৮। আমাদের মতে, নীচের আদালতগুলির দ্বারা নির্ধারিত কারণগুলি বচন সিং পরীক্ষাটিকে সন্তুষ্ট করে না। কোডের ৩৫৪ (৩) ধারায় ব্যতিক্রমের বিধান রয়েছে। অতএব, আনুপাতিকতা মতবাদের সাধারণ বিধি প্রযোজ্য হবে না। আমাদের অবশ্যই ভারতীয় সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের আলোকে উক্ত বিধানটি পড়তে হবে। বচন সিং এবং মাচি সিং দ্বারা প্রণীত আইনটি কোডের ৩৫৪ (৩) ধারা ব্যাখ্যা করে আমাদের সাংবিধানিক পরিকল্পনার একটি অংশ হিসাবে নেওয়া উচিত।

১৫৯. যদিও বচন সিং-এর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ে কোন মামলাগুলি "বিরলতম বিরলতম" বিভাগের মধ্যে পড়ে তা নির্ধারণের জন্য কোনও নির্দেশিকা নির্ধারণ করা হয়নি, তবুও রায়ে তালিকাভুক্ত এবং অনুমোদিত প্রশমনকারী পরিস্থিতিগুলি সংস্কার ও পুনর্বাসনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়, এমনকি রাষ্ট্রকে প্রমাণ করতে হবে যে এটি সম্ভব হবে না, আদালত মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়ার আগে একটি পূর্বশর্ত হিসাবে। তাই আমরা কেবল আনুপাতিকতার ভিত্তিতে শাস্তি নির্ধারণ করতে পারি না। আমাদের সামনে এমন কিছু নেই যা দেখায় যে আপিলকারী সংস্কার করতে এবং পুনর্বাসিত হতে পারে না।

১৬২। আরও নিঃসন্দেহে, মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ নিষ্পত্তির পদ্ধতি এবং পদ্ধতি ঘৃণ্য ছিল এবং বর্তমান মামলাটিকে হত্যার সবচেয়ে খারাপ এবং নিন্দনীয় মামলায় পরিণত করার ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যায়। তবে, আমরা মনে করি যে, একটি মৃতদেহ নিষ্পত্তি করার নিছক পদ্ধতিটি মৃত্যুদণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে "বিরলতম বিরলতম" বিভাগে একটি মামলা অন্তর্ভুক্ত করার ভিত্তি তৈরি করা যাবে না। এটি অন্যান্য বেশ কয়েকটি কারণের সাথে বিবেচনা করতে হতে পারে।

২৫. অজয় পণ্ডিত এবং অন্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য 'মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

''৪৭. মৃত্যুদণ্ড প্রদান একটি ব্যতিক্রম, বিধি নয়, এবং শুধুমাত্র বিরলতম ক্ষেত্রেই আদালত মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারে। মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় থাকা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা মানসিক ও মানসিকভাবে একই নাও হতে পারে। অভিযুক্তরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ নীরব থাকলেও প্রাসঙ্গিক তথ্য বের করার দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা আদালতের রয়েছে। তাৎক্ষণিক মামলায়, হাইকোর্ট অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সেই প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি মাথায় রেখে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সমাধান করেনি এবং তাই, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৩৫ (২) ধারার পিছনে উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি ও বোঝার ক্ষেত্রে পদ্ধতির একটি গুরুতর ত্রুটি করেছে।

২৬. মহিন্দর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ -

২২. "বিরলের মধ্যে বিরলতম" মতবাদটি দুটি দিককে সীমাবদ্ধ করে এবং যখন উভয় দিকই সন্তুষ্ট হয় তখনই মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা যেতে পারে। প্রথমত, মামলাটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে "বিরলের মধ্যে বিরলতম" এর আওতায় পড়তে হবে এবং দ্বিতীয়ত, যখন বিকল্প বিকল্পটি নিঃসন্দেহে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বচন সিং শেষ উপায় হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের নির্বাচন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যখন, যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিকল্প শাস্তি নিরর্থক হবে এবং কোনও উদ্দেশ্য সাধন করবে না।

২৩. যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে প্রতিরোধ, পুনর্বাসন এবং বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিশোধ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য নয়। অপরাধীর পুনর্বাসন ও সংস্কারের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে এটি অনন্য। এটি জীবনকে নির্বাপিত করে এবং এর মাধ্যমে সত্তাকে সমাপ্ত করে, তাই জীবনের সাথে যে কোনও কিছুর অবসান ঘটায়। সুতরাং, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে এটি দুটি শাস্তির মধ্যে বড় পার্থক্য। অতএব, এটি বিবেচনা করা আবশ্যক। "বিরলতম বিরল" উক্তিটি, যেমন উপরে আলোচনা করা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিকল্প শাস্তির মধ্যে এই পার্থক্যের ইঙ্গিত দেয়। এখানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি নির্ধারণ করা হবে যে শাস্তি হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অর্থহীন এবং মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে কোনও কারণ ছাড়াই হবে কিনা। উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক বলা যেতে পারে, কেবল তখনই যখন শাস্তির সংস্কারের লক্ষ্যকে অসম্ভব বলা যেতে পারে। অতএব, "বিরলের মধ্যে বিরলতম" মতবাদের দ্বিতীয় দিকটি সন্তুষ্ট করার জন্য, আদালতকে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে হবে যে দোষী কেন কোনও ধরনের সংস্কারমূলক এবং পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত নয়।

২৭. পঞ্চি এবং অন্যান্য বনাম ইউ. পি রাজ্য মামলায়, এই আদালত পর্যবেক্ষিতঃ-

"২০....নিঃসন্দেহে, এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, নিষ্ঠুরতা ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। এটা হতে পারে যে, যেভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, তা থেকে কোনও হালকা দিক নাও দেখা যেতে পারে, তবে এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে তা খুব একটা অদ্ভুত বা বিশেষ কিছু নয়। বচন সিং-এর মামলায় উল্লেখিত 'বিরলতম ঘটনাগুলির' মধ্যে একটি কিনা তা বিচার করার ক্ষেত্রে বর্বরতা একটি ভিত্তি হতে পারে, কিন্তু একমাত্র মানদণ্ড নয়।

২৮. মুকেশ এবং অন্য বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং অন্যান্য মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ উপরে উল্লিখিত এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলি বিবেচনা করে এবং সাজা হ্রাসের জন্য প্রশমনকারী পরিস্থিতি রেকর্ডে আরেকজন জন্য অভিযুক্তকে হলফনামা দাখিলের সুযোগ দেওয়া উপযুক্ত বলে মনে করে।

২৯. হারু ঘোষ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায়, এই আদালত দুইজনকে নৃশংসভাবে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে কমিয়ে এনেছে যে

অসহায় ব্যক্তিরা তাদের কোনও দোষ নেই। তবে, এই আদালত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করেছেঃ-

i. অভিযুক্তের পক্ষ থেকে কোনও পূর্ব-মধ্যস্থতা ছিল না;

ii,অভিনয়টি মুহূর্তের উত্তেজনায় ছিল;

iii, অভিযুক্ত কোনও অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত ছিল না;

iv. কোন পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করেছিল এবং কী কারণে তাকে ছেলেটিকে লাঞ্ছিত করতে প্ররোচিত করেছিল তা জানা যায়নি; এবং

v. যে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল তা পথনির্দেশক কারণ হতে পারে না এবং অভিযুক্তের নিজের দুটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ছিল।

৩০.হারু ঘোষের মামলায় (উপরোক্ত), আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে, "...যে নিষ্ঠুরভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে অভিযুক্তের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন করার পদক্ষেপ, মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে পথপ্রদর্শক কারণ হয়ে ওঠে না।"

৩১. লেহনা বনাম হরিয়ানা রাজ্য মামলায়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছে যে অভিযুক্তের মানসিক অবস্থা যা হামলার দিকে পরিচালিত করেছিল তা উপেক্ষা করা যায় না, যদিও এটি দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। দণ্ডের প্রশ্ন বিবেচনা করার সময় এটি অবশ্যই একটি কারণ।

৩২. উপরোক্ত মামলায় যদিও অপরাধের কারণে তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন, এই আদালত মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করে এই পর্যবেক্ষণ করে যে অপরাধ করার জন্য কোনও পৈশাচিক পরিকল্পনার প্রমাণ নেই, যদিও কাজটি নিষ্ঠুর ছিল।

৩৩. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী বলেন যে, ২৮.২.২০০৪-এ গ্রেপ্তারের পর থেকে আবেদনকারী প্রায় ১৫ বছর হেফাজতে এবং ১১ বছর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দোষী হিসাবে বিহারের ভাগলপুর কারাগারের একটি উচ্চ নিরাপত্তা বিশিষ্ট একক কক্ষে কার্যত নির্জন কারাবাসে রয়েছেন।

৩৪. শত্রুঘ্ন চৌহান এবং আরেকজন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা-এ, এই আদালত ইউ. পি. জেল ম্যানুয়াল এবং অন্যান্য জেল ম্যানুয়ালগুলির অনুরূপ বিধানগুলির প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির প্রসঙ্গে মানসিক ব্যাধি বিকাশের জন্য মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দোষীদের সম্ভাবনা বিবেচনা ও আলোচনা করেছে। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

''৮৬. উপরের উপাদানগুলি, বিশেষত, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলির নির্দেশাবলী, যার মধ্যে ভারত একটি পক্ষ, স্পষ্টভাবে দেখায় যে উন্মাদতা/মানসিক অসুস্থতা/সিজোফ্রেনিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বাবধায়ক পরিস্থিতি, যা মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা যেতে পারে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই আদালতের দ্বারা বিবেচনা করা উচিত। এটি স্পষ্ট করে বলতে গেলে, "উন্মাদতা" এই আদালতের বিবেচনার জন্য একটি প্রাসঙ্গিক তত্ত্বাবধায়ক বিষয়।

৮৭। উপরন্তু, এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যে মৃত্যুদণ্ডের দোষী উন্মাদ এবং এটি উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যয়িত হয়, নিঃসন্দেহে, অনুচ্ছেদ ২১ তাকে সুরক্ষা দেয় এবং তার মানসিক সমস্যা সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আরও ব্যাখ্যা ছাড়া এই ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যায় না। বিভিন্ন দেশের মন্তব্যের উপর নির্ভর করে এটিও তুলে ধরা হয়েছে যে সভ্য দেশগুলি কোনও উন্মাদ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেনি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ১০ জনকে উন্মাদতাকে একটি তত্ত্বাবধায়ক পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করতে আগ্রহী যা মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করার নিশ্চয়তা দেয়।

"৩৫। শত্রুঘ্ন চৌহান (উপরোক্ত)-এ, এই আদালত সুনীল বাত্রা বনাম দেথি প্রশাসন ও অন্যান্যদেরও উল্লেখ করেছে", এবং পুনর্ব্যক্ত করেছে যে যদি সার্বজনীন কারাবাস অবৈধ হয়, তবে একই শাস্তি আইনি ব্যবস্থার সাথে ভিন্নভাবে নামকরণ করা যেতে পারে না। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর দীর্ঘস্থায়ী নির্জন কারাবাস যদি মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করার ভিত্তি হয়, তবে উচ্চ নিরাপত্তার ভিত্তিতে বা অন্যথায় নির্জন কারাবাসও মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করার ভিত্তি হবে।

৩৬। আইনজীবী আরও বলেন যে, বিচার আদালত আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং কেবল অপরাধের অমানবিক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ফৌজদারি পূর্বসূরি সম্পর্কিত বিচার আদালতের অনুসন্ধানগুলি কোনও দৃঢ় উপাদানের উপর ভিত্তি করে নয়। বিচার আদালত কেবল পাবলিক প্রসিকিউটরের জমা দেওয়া নথিভুক্ত করেছে যে আবেদনকারীকে অন্য একটি বিচারে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যেখানে আবেদনকারী "আপোষের আড়ালে তার খালাস পরিচালনা করেছিলেন" (অনুচ্ছেদ ২৯)

৩৭। বিরজু বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্যের মামলায় এই আদালতের রায় উদ্ধৃত করে আইনজীবী বলেন, এবং সঠিকভাবেই বলেছেন যে কেবলমাত্র যে দোষী সাব্যস্তকরণ চূড়ান্ত হয়েছে তাকেই "উদ্বেগজনক পরিস্থিতি" হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।''

৩৮, আইনজীবী জমা দিয়েছিলেন যে দণ্ডবিধির (ফৌজদারি কার্যবিধি) ধারা ২৩৫ (২) এর অধীনে অভিযুক্তের কথা শোনার দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও বিচার আদালত আবেদনকারীকে প্রশমিত করার পরিস্থিতি দেখানোর সুযোগ দেয়নি।

৩৯। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবীর যুক্তি অনুসারে, সাজার প্রশ্ন বিবেচনার পর্যায় সহ সমস্ত পর্যায়ে অভিযুক্তের আইনি সহায়তা প্রদানের অধিকার ছিল। আবেদনকারীর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর, তাকে একজন সমাজকর্মী দ্বারা পথপ্রদর্শন ও পরামর্শ দেওয়ার সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল এবং শাস্তির প্রশ্নের কার্যকর শুনানি পেতে তাকে সহায়তা করা উচিত ছিল।

৪০। এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর সাথে কোনও সমাজকর্মী ছিলেন না, উপরন্তু আবেদনকারীকে প্রদত্ত আইনি সহায়তা অপর্যাপ্ত ছিল। আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী আইনি সহায়তা আইনজীবী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছিলেন, তবে মৃত্যুর পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা আরোপের পরিস্থিতি প্রশমিত করার জন্য আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ চাননি। তিনি কেবল বলেছিলেন যে আবেদনকারীকে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

৪১. ফৌজদারি কার্যবিধির ২৩৫ (২) ধারার অধীনে কার্যকর শুনানির জন্য, এই পরামর্শ দেওয়া উচিত যে আদালত বিশেষভাবে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়, যাতে অভিযুক্তরা আদালতের সামনে পরিস্থিতি প্রশমিত করে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়। এটি করা হয়নি। বিচার আদালত প্রাসঙ্গিক তথ্য বের করার কোনও চেষ্টা করেনি। এমনকি বিচার আদালত আবেদনকারীকে রেকর্ড প্রশমিত করার কারণগুলি রেখে হলফনামা দাখিল করার কোনও সুযোগও দেয়নি। তাই আবেদনকারীকে কার্যকর শুনানি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৪২। এই আদালতের নির্দেশের বিপরীতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ডাগডু (উপরোক্ত) এবং সান্তা সিং (উপরোক্ত) মামলায় আবেদনকারীকে ফৌজদারি কার্যবিধিC-এর ২৩৫ (২) ধারার অধীনে সাজার প্রশ্নের বিষয়ে প্রকৃত, কার্যকর এবং অর্থপূর্ণ শুনানি দেওয়া হয়নি। আবেদনকারীর উপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ড এই ভিত্তিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত হতে পারে।

৪৩। রেকর্ডগুলি প্রকাশ করে যে ২৯.৫.২০০৭-এ রায় এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ ঘোষণার পরে, বিষয়টি শুনানির জন্য ৩১.৫.২০০৭-এ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে, একই দিনে অর্থাৎ, ২৯.৫.২০০৭ নিজেই আবেদনকারীকে জেল থেকে হাজির করা হয়েছিল

হেফাজত এবং মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা হয়েছিল। সুবিধার জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশটি নীচে উদ্‌ধৃত করা হয়েছেঃ-

''২৬ দোষী মহম্মদ মান্নান ওরফে আব্দুল মান্নানকে জেল হেফাজত থেকে হাজির করা হয়েছে।

২৭। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাজা প্রদানের বিষয়ে অভিযুক্তের পক্ষে পণ্ডিত পি.পি এবং বিজ্ঞ আইনজীবী।

২৮। দোষীদের পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী আবার তাঁর আবেদনে পুনরাবৃত্তি করেছেন যে দোষীকে এই মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে।

২৯. অন্যদিকে বিদ্বান পিপি দৃঢ়ভাবে দাবি করেছেন যে অপরাধবোধ দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ক্ষেত্রে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ছায়ার বাইরে প্রমাণিত হয়েছে যা কেবল বর্বরোচিত কাজ এবং সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে কল্পনার বাইরে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এটিও জমা দেওয়া হয় যে দোষী অন্য এস. টি-তে অভিযুক্ত ছিল। যা দারভাঙ্গার শিক্ষিত জেলা ও দায়রা জজ আদালত দ্বারা ১৮.৯.১৯৯৩-এ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যেখানে দোষী আপোষের ছদ্মবেশে তার খালাস পরিচালনা করেছিল। এই মামলায় দোষীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়ার জন্য এটি বিদ্বান পিপি দ্বারা জমা দেওয়া হয়।

৩০. দোষীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পক্ষের অভিযোগ এবং অভিযোগের প্রকৃতি বিবেচনা করে আমি দেখতে পাই যে দোষীদের অপরাধ কেবল জঘন্য ও বর্বরই নয়, সাধারণভাবে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ। দোষীকে একটি অপরাধে সংঘটিত একটি নাবালিকাকে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাকে অপহরণের পরে বীভৎস এবং পূর্বপরিকল্পিত পদ্ধতি যা কেবল অমানবিক এবং নিষ্ঠুর কাজ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩১। দোষীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সাজা প্রদানের মাধ্যমে আইনের উদ্দেশ্য পূরণ হবে। দোষী মহম্মদ মান্নান ওরফে আব্দুল মান্নানকে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩৬৬এ ধারার অধীনে ১০ বছরের জন্য, আরএল-কে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩৭৬এলপি ধারার অধীনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং আরআই-কে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ২০১ ধারার অধীনে সাত বছরের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

৩২. এই মামলার পুরো কার্যধারাটি মৃত্যুদণ্ডের নিশ্চিতকরণের জন্য পাটনা হাইকোর্টের কাছে প্রেরণ করা হোক।

৪৪. দণ্ডাদেশের আদেশ পর্যালোচনার পর, এটি স্পষ্ট যে আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী কেবলমাত্র আবেদন করেছিলেন যে আবেদনকারীকে এই মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে। তিনি সাজা সম্পর্কে কোনও জমা দেননি। তিনি নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য আর সময় চাননি, যদিও একজন অপরাধীর জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত ছিল। বিচলিত পাবলিক প্রসিকিউটরের জমা দেওয়ার ভিত্তিতে বিচার আদালত এগিয়ে যায় যে অভিযোগগুলি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়েছে।

৪৫. বিচারিক আদালত খুঁজে পেয়েছে, এবং সঠিকভাবে, যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল তা বর্বরোচিত, এবং সমাজের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ, কল্পনার বাইরে। প্রশ্ন হল মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা উচিত ছিল কি না।

৪৬। আপাতদৃষ্টিতে বিচার আদালত ঝুঁকিপূর্ণ সরকারি উকিলের এই বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যে, দোষী, অর্থাৎ আবেদনকারী, এস. টি নং ১ নামে আরেকটি দায়রা বিচারে অভিযুক্ত ছিলেন, যা দারভাঙ্গার বিদ্বান জেলা ও দায়রা জজ আদালত দ্বারা -এ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। বিচার আদালত মন্তব্য করেছে যে, "দোষী 'আপোষের আড়ালে তার খালাস পরিচালনা করেছিল"।

৪৭। দ্বারভাঙ্গার জেলা ও দায়রা জজ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১৮.৯.১৯৯৩ তারিখের আদেশটি বিচার আদালত স্পষ্টতই পর্যালোচিত করেনি। আবেদনকারীকে একটি আদালত, আইন থেকে খালাস দেওয়ার পরে, বিচার আদালতের জ্ঞানী পাবলিক প্রসিকিউটরের অপ্রমাণিত জমা দেওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত ছিল না যে দোষী তার খালাসকে "পরিচালনা করেছে"।

৪৮। বিচারিক আদালত দোষী অর্থাৎ আবেদনকারীর অপরাধকে কেবল জঘন্য ও বর্বরই নয়, বরং সাধারণভাবে সমাজের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ বলে মনে করে, কারণ তাকে ধর্ষণ ও হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। একটি নাবালিকাকে অপহরণ করার পরে, যা কেবল অমানবিক ও নিষ্ঠুর হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে, তাকে নৃশংসভাবে এবং সুচিন্তিতভাবে সংঘটিত করা হয়েছিল।

৪৯। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ৮ বছর বয়সী একটি মেয়েকে ধর্ষণ ও হত্যা করা বিবেককে আঘাত করে। এটি বর্বরোচিত। তবে, এই হত্যাকাণ্ডটি পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল বলে প্রমাণ করার মতো কোনও প্রমাণ নেই। আবেদনকারী কোনও অস্ত্র বহন করেননি। তাছাড়া, বিচার আদালত স্পষ্টতই তা করেনি,

বচন সিং (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাধ্যতামূলক অপরাধটি বিরলতম অপরাধ কিনা এই প্রশ্নটি বিবেচনা করে।

৫০। সুবিধার্থে মৃত্যুদণ্ডের চরম শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য হাইকোর্টের যুক্তি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

''২৬ বিচারিক আদালত আবেদনকারীদের ফৌজদারি পূর্বসূরি সম্পর্কিত জমা দেওয়ার ভিত্তিতে এবং এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেও আপিলকারীকে মৃত্যুদণ্ডের চরম শাস্তি প্রদান করেছে যে অপরাধটি কেবল জঘন্য ও বর্বর নয়, বরং সাধারণভাবে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে আপিলকারীর ফৌজদারি পূর্বসূরিগুলি বিচার আদালত দ্বারা বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল না এবং তাই বিচার আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য প্রদত্ত বিশেষ কারণগুলি আইনে কলুষিত করা হয়েছে।

২৭. আপিলকারীকে দেওয়া মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য আমি সমস্ত তথ্য এবং উপরোক্ত জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে আপিলকারী প্রায় ১ বছর বয়সী একজন পরিপক্ক ব্যক্তি। তিনি প্রায় ৭ বছর বয়সী একটি মেয়েকে ধর্ষণ ও হত্যার জঘন্য ও বর্বর অপরাধ করেছেন, যার উচ্চতা ছিল ৪ '। এই ধরনের একটি শিশু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কাম জাগিয়ে তুলতে অক্ষম ছিল। তাকে পরিকল্পিত' বি 'পদ্ধতিতে অপহরণ করা হয়েছিল কারণ সে নির্দোষ ছিল এবং আপিলকারীর পরিকল্পনা বুঝতে পারেনি। সে একজন শয়তান মধ্যবয়সী পুরুষের অসহায় শিকার হয়ে পড়েছিল যাকে শিশুটি একজন বয়স্ক ব্যক্তি হিসাবে বিশ্বাস করতে পারে। মেডিকেল প্রমাণগুলি দেখায় যে ধর্ষণের সময় এফ-এ শিশুটির মুখ, নখ এবং শরীরে আঘাত করার নিষ্ঠুর পদ্ধতি যা হত্যার পরে ঘটেছিল। এটি সমস্ত পূর্বপরিকল্পিত ছিল যা অপহরণ এবং একটি নির্জন জায়গা নির্বাচন করার পদ্ধতি থেকে স্পষ্ট হয় যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল এবং দেহ গোপন করা হয়েছিল। একটি শিশু কন্যার বিরুদ্ধে এই প্রকৃতির অপরাধ অবশ্যই সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ। মামলার তথ্য, ভুক্তভোগীর বয়স এবং আপিলকারীর বয়স সহ নেওয়া অপরাধগুলি স্পষ্টভাবে মামলাটিকে 'বিরলতম বিরলতম মামলা' বিভাগে নিয়ে আসে যেখানে ন্যায়বিচারের স্বার্থে সর্বাধিক শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন। এই জাতীয় ক্ষেত্রে কম শাস্তির পুরস্কার যথাযথ এবং পর্যাপ্ত হবে না। তাই সম্পর্কিত উপাদানগুলি উপেক্ষা করার পরেও

আপিলকারীর ফৌজদারি পূর্বসূরি, আমি মনে করি যে আপিলকারী মৃত্যুদণ্ডের চরম শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। অতএব, বিচার আদালত দ্বারা আপিলকারীকে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হয় এবং রেফারেন্সের ইতিবাচক উত্তর দেওয়া হয়। আপিলকারীর আপিল খারিজ করা হয়।

৫১। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবীর যুক্তি অনুসারে, হাইকোর্ট অপরাধের প্রকৃতি এবং ভুক্তভোগীর বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধটিকে বিরলতম মামলার বিভাগে খুঁজে পেয়েছে। কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরী রেকর্ড করা হয়নি এই সত্যটিকে অপ্রাসঙ্গিক বলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

৫২। আইনজীবী জমা দিয়েছিলেন, এবং সঠিকভাবে, যে হাইকোর্ট আবেদনকারীর ফৌজদারি ইতিহাস থাকার ভিত্তিতে, যখন তিনি খালাস পেয়েছিলেন, এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়ে যে বিচার আদালত মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে আইনে ভুল করেছে তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৫৩। হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছিল যে, "আপিলকারীর অপরাধমূলক পূর্বসূরী সম্পর্কিত উপাদানগুলি উপেক্ষা করার পরেও" দোষী মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য। হাইকোর্ট আপাতদৃষ্টিতে প্রশমনকারী পরিস্থিতি বিবেচনা করেনি। এই আদালত অপরাধের বর্বরতা ও নৃশংসতা এবং ভুক্তভোগীর বয়স বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং মতামত তৈরি করেছে যে আবেদনকারী সমাজের জন্য একটি বিপদ ছিল এবং তা অব্যাহত থাকবে। তাকে সংস্কার করা যাবে না

৫৪। আইনজীবী বলেন যে, অপরাধের নিষ্ঠুরতা এবং ভুক্তভোগীর বয়স মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ভিত্তি নয়। উপরন্তু, এই আদালতের মতামত যে আবেদনকারী সমাজের জন্য বিপদ হবে এবং সংস্কার করা যাবে না তার কোনও ভিত্তি নেই। বিদ্বান আইনজীবী বলেন যে, ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের ভিত্তিতে পরিস্থিতিগত প্রমাণের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৫৫। আইনজীবী বলেন যে যদিও ডঃ পি কে দাস (৪ জন প্রসিকিউশন সাক্ষী) ভুক্তভোগীর যোনি সোয়াব সংগ্রহ করেছিলেন, যা পরীক্ষার পরে "কয়েকটি অক্ষত শুক্রাণু" দেখিয়েছিল, কোনও ডিএনএ বিশ্লেষণ করা হয়নি বা প্রসিকিউশন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার চেষ্টা করা হয়নি যার জন্য বিরূপ অনুমান করা যেতে পারে। উপরোক্ত জমা দেওয়ার সমর্থনে, আইনজীবী কালু খান বনাম রাজস্থান রাজ্য "এবং সন্তোষ কুমার (উপরোক্ত)-এর উপর নির্ভর করেছিলেন।

৫৬. ডি. এন. এ বিশ্লেষণ পরিচালনা করার জন্য প্রসিকিউশন বাদ দেওয়া সত্ত্বেও বিচার আদালত আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ খুঁজে পেতে পারে। উপরন্তু, আইনজীবী দ্বারা সঠিকভাবে যুক্তি হিসাবে, প্রমাণের গুণমান সাজা দেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক একটি কারণ।

৫৭. রমেশ এবং অন্যান্য বনাম রাজস্থান রাজ্য '* মামলায়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং রায় দিয়েছেঃ-

"৬৮। কার্যত, সন্তোষ কুমারের মামলায় মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কিত পুরো আইনটি উল্লেখ করা হয়েছিল। ৫৬ নং অনুচ্ছেদে আদালত মন্তব্য করেছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৫২৭)

''৫৬... এই পর্যায়ে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য আদালতকে অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অপরাধ সম্পর্কিত কিছু তথ্য সাজা শুনানির আগের পর্যায় থেকে বের করে আনা যেতে পারে। এই তথ্যের মধ্যে ১০টি বিষয়ের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও অপরাধের প্রভাব, দোষীদের অপরাধবোধ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রমাণের গুণগত মানও একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। উদাহরণস্বরূপ, সাজা দেওয়ার বিশ্লেষণে পরিস্থিতিগত প্রমাণ বা শিশু সাক্ষীর উপর নির্ভরতার পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বেশিরভাগ মৃত্যুদণ্ডের মামলায় অপরাধীর বৈশিষ্ট্য এবং আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কিত তথ্যের অভাব রয়েছে। এই বিষয়টি আইন কমিশনের ৪৮তম প্রতিবেদনেও উত্থাপিত হয়েছিল।''

৫৮। রাম দেও প্রসাদ বনাম বিহার রাজ্য মামলায়, এই আদালত সন্তোষ কুমার সতীশভূষণ বারিয়ার (উপরোক্ত) এবং রমেশন্দ অন্যান্য (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলি উল্লেখ করেছে এবং তার উপর নির্ভর করেছে এবং পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে মৃত্যুদণ্ডের প্রশ্ন বিবেচনা করার ক্ষেত্রে প্রমাণের গুণমানও একটি প্রাসঙ্গিক কারণ ছিল। উপরোক্ত মামলায়, আদালত চার বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যা করার জন্য প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা অনিরাপদ বলে মনে করেছিল।

৫৯। এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় পরিস্থিতিগত প্রমাণ এবং তদন্ত চলাকালীন পুলিশের কাছে আবেদনকারী কর্তৃক কথিত অতিরিক্ত বিচারিক স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে, যার ভিত্তিতে কিছু পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও ফরেনসিক প্রমাণ নেই। আমাদের দৃষ্টিতে, আবেদনকারীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা অনিরাপদ হবে।

৬০। সুশীল শর্মা বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) মামলায় এই আদালত মামলার অদ্ভুত তথ্য বিবেচনা করে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়নি কারণ একমাত্র প্রমাণ পরিস্থিতিগত ছিল এবং কিছু কারণ ছিল যা আপিলকারীর সুবিধার জন্য ছিল। এই আদালত বলেছিলঃ

''১০১. উপরের রায়গুলি থেকে আমরা লক্ষ্য করছি যে হত্যার নিছক নিষ্ঠুরতা বা নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা বা দেহটি যেভাবে নিষ্পত্তি করা হয় তা সবসময় এই আদালতকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে প্ররোচিত করে না। একইভাবে, কখনও কখনও, অদ্ভুত বাস্তব ম্যাট্রিক্সে, এই আদালত পরিস্থিতিগত প্রমাণ বা শুধুমাত্র অনুমোদকের প্রমাণের উপর নির্ভর করে এমন ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকে উপযুক্ত বলে মনে করে না।''

৬১। কালূ খান (উপরোক্ত) মামলায়, এই আদালত স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (২) ওরফে মুরলী মনোহর মিশ্র বনাম কর্ণাটক রাজ্য মামলায় তার আগের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেছিল যে, মামলার তথ্যে, পরিস্থিতির ভারসাম্য "দোষের গণনায়" অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিল এবং তাই মৃত্যুদণ্ড আরোপের বিকল্প ছিল। তদনুসারে, সাজাটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

৬২. সন্তোষ কুমার (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালত স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে যে, পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে আইনে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই, তবে সেই প্রমাণ অবশ্যই একটি ব্যতিক্রমী মামলার দিকে পরিচালিত করবে।

''১৬৭. পুরো প্রসিকিউশন মামলাটি অনুমোদকের প্রমাণের উপর নির্ভর করে। মৃত্যুদণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে, সেই বিষয়টি মনে রাখতে হবে। আমরা ধরে নেব যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ক্ষেত্রে (২০) এই আদালত এমন কোনও দৃঢ় আইন প্রণয়ন করেনি যে পরিস্থিতিগত প্রমাণের সাথে জড়িত কোনও মামলায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা অনুমোদিত হবে না। তবে, এমনকি যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হবে তা হ 'ল কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় কিছু অনুমান করা হবে কিনা, সেই ক্ষেত্রে অপরাধটি যেভাবে সংঘটিত হয়েছিল তার বিপরীতে কিছু অনুমানের প্রয়োজন হবে যেখানে ঘটনার পদ্ধতির কোনও ভূমিকা ছিল না। এমনকি যেখানে পরিস্থিতিগত প্রমাণের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে, সেখানে পরিস্থিতিগত প্রমাণ অবশ্যই এমন হতে হবে যা ব্যতিক্রমী মামলার দিকে পরিচালিত করে।''

৬৩। সেবাস্টিয়ান ওরফে চেভিথিয়ান বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

''১৮. আমাদের অভিমত এই যে, এই ঘটনাগুলির প্রেক্ষাপটে মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা উচিত, কিন্তু স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (২) বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০০৮) ১৩ এস. সি. সি ৭৬৭) মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে, একটি সুশৃঙ্খল সমাজের সদস্য হিসাবে তাঁর অব্যাহত থাকা অপ্রয়োজনীয়।''

৬৪. অবশেষে উকিল বলেন যে আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনি সহায়তা আইনজীবীর আবেদনকারীর সংস্কারের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি ইতিবাচক দায়িত্ব ছিল যা তিনি প্রকাশ করেননি। সংস্কারের প্রমাণ অপরাধের পরিস্থিতি থেকে স্বাধীন হতে হবে, এই প্রসঙ্গে, রাজেশ কুমার (উপরোক্ত), সন্তোষ কুমার সতীশভূষণ বারিয়ার (উপরোক্ত) এবং লেহনা (উপরোক্ত)-এর উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছে।

৬৫। আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে আবেদনকারীকে প্রদত্ত আইনি প্রতিনিধিত্ব সমস্ত পর্যায়ে অকার্যকর ছিল। ২১.২.২০০৪-এ অভিযোগ গঠনের সময় আবেদনকারীকে বিচার আদালতের সামনে আইনজীবী দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়নি। ৬.৬.২০০৫-এ আবেদনকারী আইনি সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সাজা দেওয়ার সময় আইনজীবী এমনকি প্রশমিত পরিস্থিতি স্থাপনের জন্য সময়ও চাননি।

৬৬। বিদ্বান আইনজীবী বলেন যে, আইনি প্রতিনিধিত্ব শুধুমাত্র বিচার আদালতেই নয়, হাইকোর্ট এবং এই আদালতের সামনেও অকার্যকর ছিল। দোষীকে রক্ষা করার জন্য কার্যকর আইনি প্রতিনিধিত্ব, শাস্তির প্রশ্নের উপর কোনও আইনি প্রতিনিধিত্ব নয় এবং মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করার ভিত্তি। এই প্রস্তাবটি রাম দেও প্রসাদের (উপরোক্ত) এই আদালতের রায় থেকে সমর্থন পায়।

৬৭. বিদ্বান আইনজীবী এই আদালতের বিভিন্ন আদেশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেখানে এই আদালত পরিস্থিতি প্রশমিত করার বিষয়টি বিবেচনা করেছে এবং নাবালিকাকে ধর্ষণ ও হত্যার সাথে জড়িত মামলাগুলিতে মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, সেই আদেশগুলি বিচার আদালতের সামনে রাখা যেত না। এই আদেশগুলি লক্ষ্য করা গেলে আবেদনকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না।

৬৮. মুকেশ এবং আরেকজন (উপরোক্ত)-এর উপর নির্ভর করে আইনজীবী বলেন যে, এই আদালত আদালতে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি ঠিক করার জন্য আবেদনকারীর আইনজীবী দ্বারা সংগৃহীত হলফনামা বা উপকরণ নীচে চাইতে পারে।

আবেদনকারীর আইনি প্রতিনিধিরা আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ-

(i) আবেদনকারী তার পুরো জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন।

(ii) তিনি ১৫ বছর বয়সে কাজ শুরু করেছিলেন যখন তাঁর বাবা ট্রোক ভোগ করার পরে বাকি জীবনের জন্য অক্ষম ছিলেন।

(iii) তার কখনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ছিল না।

(iv) আবেদনকারীর ২২ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল এবং তার সন্তান রয়েছে
নির্ভরশীল

(v) আবেদনকারী তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য সংগ্রাম করেছেন

(vi) পরিবারটি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে।

৬৯। আইনজীবী আরও বলেছিলেন যে আবেদনকারীর সাথে কথোপকথনের সময় তিনি বাস্তবতার বোধ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং কাল্পনিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ার কথা বলেছিলেন যা তিনি জিন হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। আইনজীবী বলেছিলেন যে আবেদনকারী মনের অস্থিতিশীলতায় ভুগছেন। এই বিষয়ে, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যেঃ

(i) আবেদনকারী তার জীবনকালে তার মাথায় একাধিক মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন যা ক্রমাগত মাথাব্যথা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস এবং বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে

(ii) আবেদনকারীকে ১৯৯০ সালের দিকে দারভাঙ্গা মেডিকেল কলেজে দেড় বছর ধরে মেনিনজিয়াল টিউবারকিউলোসিস বা ব্রেইন টিবি ধরা পড়েছিল এবং চিকিৎসা করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই সময়ের রেকর্ডগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না

(iii) আবেদনকারীর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আবেদনকারীর পক্ষে তার মানসিক অস্থিতিশীলতার জন্য কার্যকর চিকিৎসা গ্রহণ করা অসম্ভব করে তুলেছিল,

৭০। একজন পরামর্শক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কৌস্তুভ জোয়াগের প্রতিলিপি রয়েছে, যিনি ২৯.১০.২০০৮-এর উপর মতামত দিয়েছেন যে "আবেদনকারী জৈব (স্নায়বিক) এবং/অথবা মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় ভুগছেন এমন একটি প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে" এবং মনোবিজ্ঞান, বর্ণালী এবং জৈব মস্তিষ্কের ক্ষতির উপর একটি মূল্যায়ন করার পরামর্শ দিয়েছেন যা তার আচরণকে পরিবর্তন করতে পারে। ডাঃ কৌস্তুভ জোয়াগ, এমডি-এর মতামতের একটি অনুলিপি তৈরি করা হয়েছে। ডাঃ জোয়াগ আপাতদৃষ্টিতে একজন নিবন্ধিত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ।

মহারাষ্ট্র মেডিকেল কাউন্সিলের সাথে 'এ', যার বেশ কয়েকটি প্রকাশনা রয়েছে এবং তিনি রায় প্রাপক।

৭১। আইনজীবী জমা দেন যে এই আদালত যদি আবেদনকারীকে একটি সুযোগ দেয়, তবে উল্লিখিত বিষয়গুলি নথিভুক্ত করে একটি হলফনামা দাখিল করা হবে। আইনজীবী জমা দেন যে ত্রুটিপূর্ণ রায়ের আলোকে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে, এই আদালত আবেদনকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং মানসিক অসুস্থতার উদ্বেগের পাশাপাশি অন্যান্য প্রশমনকারী কারণগুলি যেমন নথিতে ফৌজদারি পূর্বসূরীর অনুপস্থিতি, আবেদনকারীর উপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

৭২। প্রায় আট বছর আগে দায়ের করা রিভিউ পিটিশনটি উপরের মতই ছিল, যা '২৪.০৮.২০১১'-এ প্রচারের মাধ্যমে খারিজ হয়ে যায়। তার পরেও প্রায় তিন বছর ধরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি। রিভিউ পুনরায় চালু করার এবং ওপেন কোর্টে একই শুনানির জন্য এই আবেদনটিও চার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন রয়েছে। হলফনামা আহ্বান করলে বিষয়টি বিলম্বিত হবে। আবেদনকারী এত বছর ধরে কার্যত 'কোনও কারণে নির্জন কারাবাসে রয়েছেন, এটি তার নিজের নিরাপত্তার ভিত্তি হতে পারে, এই আদালত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জোয়াগের মতামতের বিচারিক নোটিশও নিতে পারে যা প্রকাশ করে যে আবেদনকারী মানসিকভাবে সুস্থ নন।

৭৩. লেহনা (উপরোক্ত) শত্রুঘ্ন চৌহান (উপরোক্ত)-এ, এই আদালত রায় দিয়েছে যে মানসিক অসুস্থতা মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক পরিস্থিতি। উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালত দ্বারা নবনীত কৌর বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং অন্য টিএম দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল

৭৪, আইনের প্রস্তাব যা রায় থেকে উদ্ভূত হয় যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা হল বিরলতমতম ক্ষেত্রে ছাড়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না, যার জন্য বিশেষ কারণ নথিভুক্ত করতে হবে, যা ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৪ (৩) ধারায় বাধ্যতামূলক। কোনও মামলা বিরলতমের মধ্যে বিরলতম বিভাগে পড়ে কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে, বর্বরতা এবং/অথবা অপরাধের বীভৎস এবং/অথবা জঘন্য প্রকৃতি হল একমাত্র মানদণ্ড। এটি কেবল অপরাধ নয় যা আদালত বিবেচনা করবে, তবে অপরাধী, তার মনের অবস্থা, তার সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমি, যেমন, মৃত্যুদণ্ড প্রদান একটি ব্যতিক্রম, এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল বিধি।

৭৫। অতএব, মৃত্যুদণ্ডের চরম শাস্তি আরোপ করার আগে আদালতকে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে মৃত্যুদণ্ড অপরিহার্য, অন্যথায় দোষী সমাজের জন্য হুমকি হবে এবং দোষীকে শাস্তির বিষয়ে শুনানির কার্যকর, অর্থপূর্ণ, প্রকৃত সুযোগ দেওয়ার পরে অপরাধীর সংস্কার বা পুনর্বাসনের কোনও সম্ভাবনা নেই।

৭৬. সাজার প্রশ্নের শুনানির পর্যায় সহ প্রতিটি পর্যায়ে দোষীকে প্রদত্ত আইনি সহায়তা কার্যকর হতে হবে এবং অভিযুক্ত নীরব থাকলেও আদালত বাধ্য থাকবে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বের করতে বাধ্য থাকবে। দোষীকে রেকর্ড প্রশমনকারী পরিস্থিতি আরেকজন সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল, যাতে সাজা হ্রাস করা যায় এবং ক্রমবর্ধমান এবং প্রশমনকারী পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়।

৭৭। আবেদনকারী, যেমন উপরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, উপযুক্ত আইনি সহায়তার সুবিধা পাননি। বিচার আদালতও মৃত্যুদণ্ড আরোপের সাথে প্রাসঙ্গিক উপকরণ বের করার কোনও প্রচেষ্টা করেনি। কোনও হলফনামা চাওয়া হয়নি। কোনও প্রশমনকারী পরিস্থিতি ছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তর বিচার আদালত বা আপিল আদালত, দ্বারা দেওয়া হয়নি।

৭৮। উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, যদিও দণ্ডাদেশের প্রশ্নের উপর ২৩৫ (২) ধারার অধীনে শুনানি ৩১.৫.২০০৭-এ স্থির করা হয়েছিল, অর্থাৎ, আবেদনকারীর রায় ঘোষণার এবং দোষী সাব্যস্ত করার আদেশের দুই দিন পরে, ২৯.৫.২০০৭-এ, আবেদনকারীকে জেল হেফাজত থেকে হাজির করার পরে এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরে শুনানি নিজেই ২৯.৫.২০০৭-এ আগে করা হয়েছিল।

৭৯. রায় ঘোষণার পর একই দিনে মৃত্যুদণ্ডের রায় এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আদেশ নিজেই সাজাকে কলুষিত করতে পারে না, তবে শর্ত থাকে যে দোষীকে ২৩৫ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অধীনে শাস্তির প্রশ্নের উপর একটি অর্থপূর্ণ এবং কার্যকর শুনানি দেওয়া হয় এবং রেকর্ড প্রশমনকারী কারণগুলি আরেকজন সুযোগ দেওয়া হয়।

৮০, ফৌজদারি অপরাধের ২৩৫ (২) ধারার অধীনে শুনানির বিচার আদালত দ্বারা সংক্ষিপ্ত নোটিশে প্রস্তুতি, যা কার্যত কোনও নোটিশ নয়, আবেদনকারীকে কার্যকর শুনানি প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মনে হয়। ২৩৫ (২) ধারার অধীনে শুনানি নিছক আনুষ্ঠানিকতায় হ্রাস করা হয়েছিল, আবেদনকারীকে যে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তার কাপুরুষোচিত প্রকৃতি বিবেচনা করে আদালত তড়িঘড়ি করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে এগিয়ে যায়।

৮১. এই ক্ষেত্রে, একটি আট বছর বয়সী নির্দোষ মেয়ে আবেদনকারীর ছদ্মবেশী ইচ্ছা এবং কামনার শিকার হয়েছিল। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে ভুক্তভোগীকে হত্যার জন্য কোনও পূর্ব-ধ্যান করা হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। যে পরিস্থিতিতে সে ভুক্তভোগীকে হত্যা করেছিল তাও জানা যায় না। পরিস্থিতিগত প্রমাণ এবং তদন্তের সময় পুলিশের কাছে আবেদনকারীর অতিরিক্ত বিচারিক স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কোনও সন্দেহ নেই যে অপরাধটি ঘৃণ্য, তবে আবেদনকারীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধকে "বিরলতম, বিরলতম" বলা যেতে পারে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

৮২. আপিলকারী যে সংস্কারের অযোগ্য ছিলেন, তিনি সমাজের জন্য হুমকি হয়ে থাকবেন এবং অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে যে একমাত্র শাস্তি দেওয়া যেতে পারে তা প্রমাণ করার জন্য কোনও উপাদান নেই, যা দৃঢ় উপাদানের কথা বলার মতো নয়।

৮৩. আবেদনকারী এবং/অথবা তাঁর আইনজীবী দণ্ডাদেশের বিষয়ে নীরব থাকা বেছে নিয়েছিলেন এবং বিচার আদালত বা উচ্চতর আপিল আদালতে এই বিষয়ে কোনও জমা দেননি, এই নিছক সত্যটি আবেদনকারীকে এই পর্যায়ে প্রশমিত পরিস্থিতির অস্তিত্ব নিয়ে আন্দোলন করতে বাধা দেয় না, কারণ গঠনমূলক রেস জুডিকাটার নীতিগুলি লিফ এবং মৃত্যু সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও প্রয়োগ করতে পারে না।

৮৪। শুনানির পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়ার পরে নতুন করে বিবেচনার জন্য বিচার আদালতে সাজার প্রশ্নটি পাঠানোর জন্য বা আবেদনকারীকে একটি শুনানি দিয়ে লঙ্ঘনের প্রতিকার করার জন্য আদালতের জন্য উন্মুক্ত, যেমন ডাগডুতে (উপরোক্ত)। সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং কার্যধারার দীর্ঘ মুলতুবি সহ পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে, আমরা পরের পথটি বেছে নিয়েছি।

৮৫. এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, কারাগারে বিদ্যমান কঠিন পরিস্থিতির কারণে, যেমন জোরপূর্বক নির্জনতা, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, জীবিকা হারানো ইত্যাদির কারণে বন্দীরা প্রায়শই কারাগারে প্রবেশের পরে মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়। আবেদনকারী দীর্ঘস্থায়ী কারাবাসে রয়েছেন যা সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে কার্যকর, যদিও নির্জন কারাবাস বলা হয় না। শত্রুঘ্ন চৌহানের (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে এই আদালত, আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলির উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করার সময়, "উন্মাদতা" কে একটি প্রাসঙ্গিক তত্ত্বাবধায়ক কারণ হিসাবে ধরে নিয়েছে যা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সময় আদালতকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। তদুপরি, এই আদালত এতে বলেছিল যে ২১ নং অনুচ্ছেদটি এই ধরনের ব্যক্তিদের আরও বেশি না পেয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা থেকে রক্ষা করে

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ব্যাখ্যা। সবশেষে, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উভয় ক্ষেত্রেই পরিচালিত আইনের উপর নির্ভরতা রেখে, এই আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মানসিক অসুস্থতা একটি প্রাসঙ্গিক কারণ যা মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করার নিশ্চয়তা দেয়।

৮৬। এখানে এটাও লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে প্রাসঙ্গিক কারাগার বিধিমালাও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরবর্তী মানসিক অসুস্থতার ঘটনাকে স্বীকৃতি দেয় এবং বলে যে এই ধরনের ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করা হবে, সরকারের আদেশের মুলতুবি। উপরোক্ত বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় আবেদনকারীর মানসিক স্বাস্থ্য একটি প্রাসঙ্গিক প্রশমনকারী কারণ যা বর্তমান ক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত। উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, চিকিৎসা মতামতের আকারে এখন এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা দেখায় যে আবেদনকারী মানসিকভাবে সুস্থ নন। উপরে আলোচিত কারণগুলির জন্য, আমরা মনে করি যে আবেদনকারীকে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা উপযুক্ত এবং/অথবা নিরাপদ হবে না।

৮৭। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (উপরোক্ত)-এ, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

''৯২. বিষয়টি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। সাজা দেওয়ার বিষয়টির দুটি দিক রয়েছে। একটি সাজা অত্যধিক এবং অযথা কঠোর হতে পারে বা এটি অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অপর্যাপ্ত হতে পারে। যখন কোনও আবেদনকারী বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড নিয়ে আসে এবং হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়, তখন এই আদালত বর্তমান আপিলের মতো খুঁজে পেতে পারে যে মামলাটি বিরলতম বিভাগের তুলনায় কম এবং মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদন করতে কিছুটা অনিচ্ছুক বোধ করতে পারে। কিন্তু একই সময়ে, অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে, আদালত দৃঢ়ভাবে অনুভব করতে পারে যে ক্ষমা সাপেক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা সাধারণত ১৪ বছরের মেয়াদে মোটামুটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত হবে। তাহলে আদালতের কী করা উচিত? যদি আদালতের বিকল্পটি কেবল দুটি শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, একটি কারাদন্ড, সমস্ত উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যে, ১৪ বছরের বেশি নয় এবং অন্যটি মৃত্যু, আদালত প্রলুব্ধ বোধ করতে পারে এবং মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করার জন্য নিজেকে প্ররোচিত করতে পারে। এই ধরনের একটি পথ প্রকৃতপক্ষে বিপর্যয়কর হবে। আরও অনেক বেশি ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত এবং যথাযথ উপায় হল বিকল্পগুলি প্রসারিত করা এবং প্রকৃতপক্ষে আইনত যা গ্রহণ করা হয় তা গ্রহণ করা

আদালতের অন্তর্গত অর্থাৎ ১৪ বছরের কারাবাস এবং মৃত্যুর মধ্যে বিশাল ব্যবধান। এটি জোর দেওয়া দরকার যে আদালত প্রসারিত বিকল্পের আশ্রয় নেবে কারণ প্রাথমিকভাবে মামলার তথ্যে, ১৪ বছরের কারাদন্ডের সাজা শাস্তির সমান হবে।

৮৮। মোল্লা এবং আরেকটি বনাম ইউ. পি রাজ্য মামলায়, এই আদালত যদি নিশ্চিত করা হয় যে কারাবাসের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করার জন্য আদালতের জন্য উন্মুক্ত এটি বিশেষত সেই ক্ষেত্রে সত্য যেখানে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই আদালত মন্তব্য করেছে, "আদালতকে 'কারাবাসের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে স্বাধীন হওয়া উচিত যা সংঘটিত অপরাধের জন্য যথেষ্ট হবে।"

৮৯. যদিও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মানে সারা জীবনের জন্য কারাবাস, তবুও দোষীদের প্রায়শই ১৪ বছরের কম কারাদন্ডের পরে ছাড় দেওয়া হয় এবং/অথবা সাজা মওকুফ করা হয়। এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জঘন্য, বিদ্রোহী, ঘৃণ্য এবং ঘৃণ্য প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে, আমরা মনে করি যে আবেদনকারীকে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে, তার স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত এবং তাকে প্রদত্ত সাজা ৯ই-এর কোনও ছাড় দেওয়া উচিত নয়।

৯০. অতএব, আমরা আবেদনকারীর উপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ডকে তার স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করি, কোনও ছাড় বা ক্ষমা ছাড়াই।

৯১। পর্যালোচনা পিটিশনটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

দেবিকা গুজরাল **রিভিউ পিটিশন নিষ্পত্তি হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal